সংবাদ

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে নারী শিক্ষার্থীর জন্য নিরাপদ করে তুলুন

জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠান ইউএন-উইমেন বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে একটি জরিপ করেছে। জরিপে দেখা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ৭৬ শতাংশ ছাত্রী যৌন হয়রানির শিকার হন। এ চিত্র পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে আরও খারাপ। যেখানে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌন হয়রানির হার ৬৬ শতাংশ সেখানে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এ হার ৮৭ শতাংশ। শিক্ষক, সহপাঠী, একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র বা বহিরাগতদের মাধ্যমে ছাত্রীরা শিক্ষাজীবনের কোন না কোন পর্যায়ে যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন। ক্লাস চলাকালে বা ক্লাস না থাকাকালেও তাঁদের হয়রানি করা হয়। শ্রেণীকক্ষ, ছাত্রীনিবাস, ক্যাম্পাস, খেলার মাঠ, করিডোর প্রভৃতি স্থানে ছাত্রীদের হয়রানি করা হয়। জরিপটি করা হয় এমডিজি অ্যাচিভমেন্ট ফান্ডের সহায়তায়। প্রায় এক বছর ধরে এ জরিপ চালানো হয়।

একজন নারী তার জীবনের নানা স্তরে যৌন হয়রানির শিকার হন। উচ্চশিক্ষা অর্জন করতে গিয়েও তাঁকে এর শিকার হতে হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে যারা পড়াশোনা করেন বা যারা পাঠদান করেন তাদের চেতনা সাধারণ মানুষের চেয়ে বেশি হবে বলে প্রত্যাশা করা হয়। সুস্থ চেতনাসম্পন্ন মানুষ যৌন হয়রানির মতো হীন কাজে লিপ্ত হন না। জরিপে যে পরিসংখ্যান প্রকাশ পেয়েছে তাতে হোঁচট খেতে হয়। যৌন হয়রানির শিকার নারী শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। অনেকে ভয়াবহ মনোবৈকল্যের শিকার হন। মেধাবী নারী শিক্ষার্থীরা এ কারণে প্রায়ই কাঙ্ক্ষিত শিক্ষা অর্জনে বা ফল পেতে ব্যর্থ হন। যার জের তাকে টানতে হয় জীবনব্যাপী।

নারী কোথাও যৌন হয়রানির শিকার হোক সেটা আমরা চাই না। কি পরিবারে, কি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, কি কর্মক্ষেত্রে সর্বক্ষেত্রে নারী নিরাপদ থাকবে সেটাই আমরা চাই। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নারী শিক্ষার্থীকে কাঙ্ক্ষিত নিরাপত্তা দিতে পারছে না। বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ৭৬ শতাংশ ছাত্রী যদি যৌন হয়রানির শিকার হন তবে বলতে হবে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যৌন হয়রানির বড় ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।

যৌন হয়রানি বন্ধে আদালতের নির্দেশনা রয়েছে। নির্দেশনায় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে বলা হয়েছে, একটি নীতিমালা করে দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়ে বাস্তবায়ন করতে হবে। নির্দেশনা মেনে একটি নীতিমালা করা হয়েছে বটে কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সেটা বাস্তবায়ন করা হয়নি। এ নীতিমালার কথা খুব কম শিক্ষার্থীই জানেন। নীতিমালা অনুযায়ী, প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ কমিটি করতে হবে। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরনের কমিটি থাকলেও তার কার্যকারিতা নেই। যৌন হয়রানি নীতিমালা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে উদ্যোগী হতে হবে। এ সংক্রান্ত প্রতিরোধ কমিটিকে কার্যকর করে তুলতে হবে। শিক্ষার্থীদের উল্লিখিত নীতিমালা ও কমিটি সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। ইউএন-উইমেনের জরিপের প্রতিবেদনে সুপারিশ করে বলা হয়েছে, যৌন হয়রানি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সচেতন করার জন্য সহজ ভাষায় লিফলেট ও বই বিলি করতে হবে। বইয়ে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ নীতিমালাসহ বিভিন্ন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এছাড়া আরও বেশ কয়েকটি সুপারিশও করা হয়েছে। সুপারিশগুলো সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বিবেচনা করতে হবে।